প্রথম আলো

তারিখ ... 12 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

পঞ্চম শ্রেণীতে সারা দেশে একযোগে সমাপনী পরীক্ষা

শরিফুজ্জামান ●

- একই প্রশ্নে পরীক্ষা
- পরীক্ষার্থী হবে ২০ লাখের বেশি
- বৃত্তি পরীক্ষা থাকবে না
- সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি

দেশের সরকারি ও নিবন্ধিত ৭৮ হাজার ৩৬৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে এ বছর থেকে একই প্রশ্নে এবং একই দিনে শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ফলে পঞ্চম শ্রেণীতে আর বৃত্তি পরীক্ষা থাকবে না। সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি দেওয়া হবে। এটি হবে দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা। এত দিন মাধ্যমিক (এসএসসি) পরীক্ষা ছিল সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা।

এ বছরের ডিসেম্বরে এই সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা নেওয়া, ফল প্রকাশসহ আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালন করবে। প্রায় ২০ লাখেরও বেশি শিশু-কিশোর এই পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেবে। কেন্দ্র থেকে জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনকে বিষয়টি ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে।

গত রোববার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পঞ্চম শ্রেণীতে শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এখন ওই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, কেন্দ্র নির্বাচন, ফলাফল প্রকাশের ধরন নিরূপণ ও পরীক্ষার ফি নির্ধারণসহ আনুষঙ্গিক নীতিমালা তৈরির কাজ চলছে। পরীক্ষার ফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশের বিষয়টি বিবেচনায় থাকলেও বিষয়টি নিয়ে আরও পর্যালোচনা চলছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) আ. রউফ চৌধুরী বলেন, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা তৈরির কাজ চলছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে সব প্রস্তুতি শেষ করা সম্ভব।

জানা গেছে, পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষা আর থাকবে না। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি দেওয়া হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি দেওয়ার দৃষ্টান্ত সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ।

পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার ফলে একজন শিক্ষার্থী ১০ বছরের বদলে শিক্ষাজীবনের প্রথম পাঁচ বছর পরই পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। প্রাথমিক স্তরে পাঁচটি শ্রেণীতে সরকারি হিসাবে এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি ৮০ লাখ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ধারণাগতভাবে এটি একটি ভালো উদ্যোগ। কারণ এত দিন পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়া ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীর দিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশেষ নজর দিত। বাকিরা এক অর্থে বৈষম্যের শিকার হতো। ওই সব শিশু-কিশোর নিজেদের কম মেধাবী মনে করে হীনম্মন্যতায় ভুগত।' তিনি আরও বলেন, পঞ্চম শ্রেণীতে সুষ্ঠুভাবে সমাপনী পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হলে ওই ফলাফলের ভিত্তিতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি সম্পন্ন হতে পারে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

পঞ্চম শ্রেণীতে সারা দেশে একযোগে সমাপনী পরীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বলেন, মাধ্যমিকের ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় ভর্তি-দুর্নীতি অনেকটা কমেছে। তেমনি পঞ্চম শ্রেণীর ফলাফলের ভিত্তিতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির নিয়ম করা হলে দুর্নীতি অনেকটা কমতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মান যাচাইয়ের সুযোগ সেভাবে নেই। এর ফলে কোন প্রতিষ্ঠানে কী ধরনের লেখাপড়া হয় এবং মান কেমন, সে সম্পর্কে সরকার বা শিক্ষা প্রশাসন পুরোপুরি অবহিত থাকে না।

প্রাথমিক স্তরে মেধা যাচাইয়ের একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে বৃত্তি পরীক্ষা। কিন্তু ওই পরীক্ষায় মাত্র ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়। এই ৪০ শতাংশের মধ্যে ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়। ২০০৮ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৭৯ দশমিক ৫০ শতাংশ।

দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-২) যুগ্ম কর্মসূচি পরিচালক চৌধুরী মুফাদ আহমদ *প্রথম আলোকে* বলেন, ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর ফল দিয়ে শতভাগ শিক্ষার্থীর মেধা যাচাই করা যায় না। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা। কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত সমাপনী পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মেধার মূল্যায়ন সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।

রাজধানীর মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূরজাহান বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষার ইতিবাচক দিক আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বলেন, শহরের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অসচেতন অভিভাবক ও অসচ্ছল পরিবারের কম মেধাসম্পন্ন শিশুরা ভর্তি হয়। এদের মধ্য থেকে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করাও অনেক সময় সম্ভব হয় না। এই পরীক্ষার মাধ্যমে সে সমস্যারও সমাধান হতে পারে।

একসঙ্গে ২০ লাখ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হবে কি না, এমন প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে, ২০০৮ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ছয় লাখ ৭০ হাজার ৩৪৬ জন ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা নেওয়ার অভিজ্ঞতা শিক্ষা অধিদপ্তরের রয়েছে। এ ছাড়া জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কয়েক বছর ধরে স্থানীয় উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রচার সম্পাদক সুবল চন্দ্র পাল বলেন, ২০০৭ সাল থেকে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে ঢাকা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জেলা প্রশাসন একই প্রশ্নে পরীক্ষা নেয় এবং থানাভিত্তিক ফল প্রকাশ করে। তিনি আরও জানান, এ ধরনের পরীক্ষা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা তৈরি করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একই কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি ও সমাপনী পরীক্ষা: জাতীয় শিক্ষানীতি যুগোপযোগী কমিটি শিক্ষানীতির খসড়া তৈরি করেছে। মাস খানেকের মধ্যে চূড়ান্ত হবে এ নীতি। প্রাপ্ত তথ্যে মোটামুটি নিশ্চিত, শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তি হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। ওই নীতমালা চূড়ান্ত হওয়ার আগে প্রাথমিক শিক্ষায় এ ধরনের সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন। এর জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, শিক্ষানীতি প্রণয়নের পর তা বাস্তবায়ন হতে সময় লাগবে। তাই নীতির দিকে চেয়ে না থেকে কাজ শুরু করা ভালো। এরপর নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনে আনুষঙ্গিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।